দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 21 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... ৮ ...

শিক্ষার্থী কল্যাণ প্রসঙ্গ

হোসনে আরা বেগম

আমাদের দেশে অফিসার্স কল্যাণ, কর্মচারী কল্যাণ, সেনা কল্যাণ এমনি আরো নানান কল্যাণ সংস্থা রয়েছে। এরা যেহেতু প্রাপ্তবয়স্ক, তাই নিজেরাই নিজেদের কল্যাণের পথ খোঁজেন এবং সম্মিলিতভাবে তা সমাধান করার চেষ্টা করেন। এসব বহুবিধ কল্যাণের সাথে শিক্ষার্থী কল্যাণের কথাও আছে। তবে পার্থক্য হলো, এরা বয়সে নবীন। নিজেদের দায়িত্ব নিজেরা নিতে শেখেনি। তাই এদের কল্যাণের ব্যাপারে শিক্ষক, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সচেতন থাকতে হবে। কারণ, ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার সঠিক সময়ই হলো ছাত্রজীবন। তাই যারা শিক্ষা এবং শিক্ষানীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তারা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করবেন, এটাই কাম্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'মানুষের কল্যাণে জীবনে আমি যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করব।' ত্যাগের এই আদর্শ অনুসরণ করে সমাজের প্রত্যেককে তার নিজ নিজ অঙ্গনে মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদন করা উচিত। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ শিক্ষার্থীদের কল্যাণের বিষয়টি নজরে এনে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষানীতিতে আছে, 'অনেক সময় বহু সমস্যার আবর্তে অনেক শিক্ষার্থী অত্যাচারিত, বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, ফলে অনেকের জীবন নষ্ট হয়।' শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি যথার্থরূপে চিহ্নিত করে নানারকম কৌশল অবলম্বন করারও উল্লেখ আছে। কিন্তু নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থী কল্যাণে সংশ্লিষ্ট সবাই কি সোচ্চার হতে পেরেছেন? আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী কল্যাণের অনেক ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে। দেখা গেছে, নকলের দায়ে বা অন্য কোনো অপরাধে কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে এমন কি পাঁচ বছরের জন্যেও বহিষ্কার করা হচ্ছে। আমি একটা বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি এক ড্রাইভার বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। তার ক্রমিক নং ছিল পাঁচ। ছাত্র হিসেবে সে মোটামুটি ভালোই ছিল। পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করবে বলে এক বিজ্ঞান শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের মাথাপিছু আড়াইশ' টাকা করে নিয়েছে। সেই শিক্ষক পরীক্ষার হলে সাহায্যও করেছে। উক্ত ড্রাইভারটির চতুর্থ বিষয় ছিল উচ্চতর গণিত। আর উচ্চতর গণিত পরীক্ষাটিই ছিল সবার শেষে। শেষ পরীক্ষায় সেই সাহায্যকারী শিক্ষক রোল নং এক, দুই এবং ড্রাইভারটির খাতা জানালা দিয়ে নিয়ে নিজে খাতা তিনটিতে লিখে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে খাতা তিনটি সরকারি পরিদর্শকের হাতে ধরা পড়ে যায়। তিনটি ছেলের প্রত্যেককে তিন বছর করে পরীক্ষা স্থগিত করে দেওয়া হয়। বহিষ্কৃত ছেলেগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ে। অথচ যে শিক্ষক খাতায় লিখে দিয়েছিল, সে শিক্ষককে অর্থদণ্ড ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দিয়ে বহাল-তবিয়তে শিক্ষকতা করতে দেওয়া হয়।

ড্রাইভারটি তিন বৎসর পর পরীক্ষার হলে বসার ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। তাই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েই সে ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভার হয়। আফসোস করে সে বলছিল, 'বড় কিছু হব মনে করে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে নেই। আমি এখন ড্রাইভার হয়ে মানুষের গাড়ি চালাই।' কৃষক বাবার সংসারের জোয়াল কাঁধে নেওয়ার সাধ ছিল তার। কিন্তু বিধি বাম। গাড়ির মালিক হওয়ার যেখানে সম্ভাবনা ছিল, সেখানে সে গাড়িচালক হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, শিক্ষার্থীর কল্যাণের কথা গভীরভাবে চিন্তা না করেই পরীক্ষা থেকে বহিষ্কৃত করে ছেলেটার জীবন নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তার সুরক্ষার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেনি। এমনিভাবে কত শিক্ষার্থী যে বিভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তার হিসাব নেই। শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার অর্থ মনের জ্বালা মেটানো নয়, বরং তাদের জীবনের আলো দেখিয়ে তাদের কল্যাণের পথ সুগম করে দেওয়া।

প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী কল্যাণের চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষার্থী কল্যাণের পথ সুগম করার জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধি, খেলার মাঠের পরিচর্যা, বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চিন্তার জগৎ উন্মোচন করে দিতে হবে। প্রতিষ্ঠান-প্রধানকে সচেতন দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে শিক্ষাজগৎ থেকে তাদের ছিটকে ফেলে না দেয়। শিক্ষার্থী যেন কোনো অসৎ সঙ্গে মিশে দেশের অকল্যাণের বোঝা না বাড়ায়, সেদিকে দৃষ্টি রেখে প্রত্যেককে শিক্ষার্থী কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে।

সরকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করে শিক্ষার্থী কল্যাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শুধু বিনামূল্যে বই নয়, দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কোনো কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে টিফিন খাওয়ানোর ব্যবস্থাও আছে, কোথাও কোথাও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র খুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী কল্যাণের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন সংস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রকল্যাণ তহবিল গঠন করতে হবে। এই কল্যাণ তহবিলের মাধ্যমে অভাবী, দুস্থ এবং একই সঙ্গে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান করতে হবে। এই সমস্ত কল্যাণ তহবিলে বিত্তবানরা আর্থিক সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থী কল্যাণে শরিক হতে পারেন। এছাড়া প্রাক্তন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সতীর্থদের কল্যাণে এগিয়ে আসতে পারেন।

শিক্ষার্থী কল্যাণে বিনিয়োগ করলে সেই বিনিয়োগ অবশ্যই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে। সমাজের অন্যান্য কল্যাণের তুলনায় শিক্ষার্থী কল্যাণের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। এরাই একদিন দেশের চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। তাই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রতি যথেচ্ছাচার না করে কল্যাণের পথে তাদের এগিয়ে নিলে দেশ একদিন শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে।

● **লেখক: প্রাক্তন অধ্যক্ষ, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ**
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ডিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ